বাংলা বাইবেলে ব্যবহৃত হিব্রু ও আরামীয় নানা শব্দ

হিব্রু ও আরামীয় ভাষার কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো পুরাতন নিয়মের উপাসনা যেমন, তেমনি খ্রিষ্টীয় উপাসনাও চিহ্নিত করে। যেহেতু এমন কেউ থাকতে পারেন যিনি এ শব্দগুলোর অর্থ বা ইতিহাস জানেন না, সেজন্য সেবিষয়ে দু'টো কথা বলা উপযোগী ও উপকারী হতে পারে।

September 30 2025

www.asram.org

বাংলা বাইবেলে ব্যবহৃত হিব্রু ও আরামীয় নানা শব্দ

যে ক'টা শব্দ উপস্থাপিত, সেগুলো এ: আব্বা, আমেন, আল্লেলুইয়া, ইম্মানুয়েল, কোরবান, নবী, পাস্কা, ফরিশী, সাদ্দুকী, মসীহ (খ্রিষ্ট), মারানাথা, যিশু, রাব্বি (রাব্বুনি), শয়তান, সাব্বাৎ, হোশান্না।

আব্বা

আরামীয় শব্দ (אבא) যার অর্থ 'পিতা' (মার্ক ১৪:৩৬; রোমীয় ৮:১৫; গালাতীয় ৪:৬)। (২ রাজা ১৭:২৪-তেও 'আব্বা' শব্দ ব্যবহৃত, কিন্তু সেই পুস্তকে শব্দটা হিব্রু ভাষার আলাদা একটা শব্দ (עַוָּא) যা বাংলা উচ্চারণে একই হলেও তবু একটা দেশের নাম চিহ্নিত করে ও যার অর্থ 'পিতা' নয়)।

আমেন

হিব্রু শব্দ (אָמֵן) যা সাধারণত আশীর্বাদের পরে শ্রোতাদের দ্বারা সম্মতিসূচক সাড়া হিসাবে উচ্চারিত হত। শব্দটার ধাতু থেকে উৎপন্ন নানা শব্দের মধ্যে 'দৃঢ়', 'অবিচল' ও 'স্থিতমূল' শব্দগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অর্থাৎ 'বিশ্বস্ততা', 'সত্য', 'সততা' ইত্যাদি শব্দগুলো; আরও, 'নিশ্চিৎ হওয়া' ও 'বিশ্বাস করা' শব্দও উল্লেখযোগ্য। হিব্রু ভাষা থেকে 'আমেন' শব্দটা নূতন নিয়মে গৃহীত হয়; বাস্তবিকই যোহন রচিত সুসমাচারে যিশু বহুবার বলেন, 'ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν' (আমেন আমেন লেগো হুমিন) যা বাংলায় 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি' বলে অনূদিত (যোহন ১:৫১ ইত্যাদি দ্রঃ)।

আজকালে, আশীর্বাদের পরে ছাড়া আমরা প্রার্থনা শেষে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 'আমেন' বলি, এবং উল্লিখিত সমস্ত অর্থ অনুযায়ীই তা বলা উচিত।

আল্লেলুইয়া

‘আল্লেলুইয়া’ হলো হিব্রু ভাষায় একটা জয়ধ্বনি (הַלְלוּיָהּ) যা দু’টো শব্দের সংযোগে গঠিত তথা הַלְלוּ (হালেলু অর্থাৎ ‘প্রশংসা কর’) ও יָהּ (ইয়া অর্থাৎ , সংক্ষিপ্ত আকারে ‘প্রভুকে’ বা ‘প্রভুর’)। পুরাতন নিয়মে ‘হালেলুইয়া’ ২৪ বার সামসঙ্গীত-মালায়, একবার তোবিত পুস্তকে (১৩:১৮) ও বেন-সিরা পুস্তকে (৫১:১২ক), এবং চারবার নূতন নিয়মের ঐশপ্রকাশ পুস্তকে উল্লিখিত।

যখন বাইবেল গ্রীক ও লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, তখন হিব্রু ‘হালেলুইয়া’ শব্দটার বানান ‘আল্লেলুইয়া’ বানানে পরিণত হয়। যাই হোক, শব্দটা পুরাতন নিয়মে ও ইহুদীধর্মে যেমন, তেমনি সুসমাচারেও ভাবী আসন্ন মসীহকে লক্ষ করত। খ্রিষ্টমণ্ডলীর কথা ধরলে তবে এ প্রমাণিত রয়েছে যে, ‘আল্লেলুইয়া’ শব্দটা আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত গ্রীক, কোপ্তীয়, মারোনীয়, সিরীয়, রোমীয় ইত্যাদি সকল মণ্ডলীর কাছে প্রভুর পুনরুত্থানের প্রকৃত স্মারক জয়ধ্বনি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

উপাসনা ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ‘আল্লেলুইয়া’ জয়ধ্বনিটা শুরুতে কেবল পাস্কা পর্বদিনে, পরে, কালক্রমে, পুরা পাস্কাকালে, এবং অবশেষে বছরের সমস্ত রবিবারে পরিবেশিত হয় যেহেতু প্রতিটি রবিবার পাস্কাপর্ব বলে গণ্য। তবু পরবর্তীকালে রোম মণ্ডলীতে পাস্কাপর্বের চল্লিশ দিনব্যাপী প্রস্তুতিকাল ধরে ‘আল্লেলুইয়া’ বর্জিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকদিন, মৃতভক্তদের জন্য উপাসনা-অনুষ্ঠানেও তা সুসমাচারের আগে সন্নিবিষ্ট হয়। এক্ষেত্রে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ‘আল্লেলুইয়া’ পরিবেশন করার পরম্পরাগত নিয়ম এরূপ ছিল: ‘আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া’ গান করার পর সুসমাচার-ভিত্তিক নির্দিষ্ট এক পদ গান করা হয়, ও পুনরায় ‘আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া’ গান করা হয়; কিন্তু আজকালের নিয়ম এরূপ: সুসমাচার-ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদের আগে ‘আল্লেলুইয়া’ দু’বার, ও পদের পরে একবার গান করা হয়; যদিও প্রাচীন নিয়মটাও (‘আল্লেলুইয়া’ তিনবার এমনকি চারবার ও পাঁচবার গান করা) প্রযোজ্য। আরও, মিসার নিয়মাবলি অনুসারে, সুসমাচারের আগেকার ‘আল্লেলুইয়া’ যদি গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা না হয় তবে ‘আল্লেলুইয়া’ বর্জন করে সেটার মধ্যবর্তী পদ গান করা হয়; আর যখন মধ্যবর্তী পদও গান করা হয় না, তখন ‘আল্লেলুইয়া’-সহ

‘আল্লেলুইয়া’র মধ্যবর্তী পদও বর্জনীয়। ‘আল্লেলুইয়া’র বদলে যে অন্য জয়ধ্বনি ব্যবহার্য নয়, তা অবশ্যই বলা বাহুল্য। শুধু তপস্যাকালেই ‘আল্লেলুইয়া’র বদলে অন্য জয়ধ্বনি নির্দেশিত যা, ‘আল্লেলুইয়া’ ক্ষেত্রে যা বলা হয়ছে, সেই একই নিয়ম অনুসারে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা উচিত।

ইম্মানুয়েল

হিব্রু ভাষার “עִמָּנוּ אֵל” (ইম্মানু এল) যে নামটা ইসা ৭:১৪ ও ৮:৮-তে উল্লখিত, সেই নাম দু’টো শব্দের সংযোগে গঠিত, তথা “עִמָּנוּ” (ইম্মানু অর্থাৎ ‘আমাদের সঙ্গে’) ও “אֵל” (এল্ অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’)। অনুবাদে সাধারণত শব্দ দু’টো একমাত্র শব্দে উপস্থাপিত তথা ‘ইম্মানুয়েল’। মথির সুসমাচারেও এক দূত নিজেও নবী ইসাইয়ার পূর্বঘোষিত সেই নাম উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেন নামটার অর্থই ‘আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর’ (মথি ১:২৩)।

কোরবান

হিব্রু ‘קָרְבָּן’ (কোর্বান) শব্দটা ‘ অর্ঘ্য’ বা সমরূপ অর্থে লেবীয় পুস্তকে ৪০ বার, গণনা পুস্তকে ৩৮ বার, ও নবী এজেকিয়েল পুস্তকে ২ বার উল্লিখিত; এবং নেহেমিয়া পুস্তকে একই শব্দ ‘קֻרְבָּן’ (কুর্বান) বানান অনুযায়ী ২ বার ‘কাঠ-দান’ অর্থে উল্লিখিত। হিব্রু শব্দটার অর্থ ‘সত্তরী’ বলে অভিহিত গ্রীক পুরাতন নিয়ম শব্দটা নানা ভাবে অনূদিত তথা ‘δῶρον’ (দরন অর্থাৎ অর্ঘ্য), ‘θυσία’ (থুসিয়া অর্থাৎ যজ্ঞ বা বলিদান) ও ‘προσφορά’ (প্রস্ফরা অর্থাৎ [ঈশ্বেরর কাছে] উৎসর্গ করা নৈবেদ্য)। তেমন কোরবান পাপার্থে অর্ঘ্য বা বলিদান হিসাবে ছাড়া বিশেষভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই অর্পিত ছিল।

নূতন নিয়মে মার্ক সুসমাচারে (৭:১১) “কোরবান” আরামীয় শব্দটাও উল্লিখিত, ও সেইসঙ্গে আরামীয় শব্দটার অর্থও উপস্থাপিত তথা ‘ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত অর্ঘ্য’, অর্থাৎ ‘মানত’।

নবী

‘נָבִיא’ (নবী) শব্দটা হিব্রু ভাষার একটা শব্দ যার ধাতু ‘ফুটে ওটা’ (সাম ৪৫:২ দ্রঃ), ‘উৎসারিত হওয়া’ বা সমার্থক ও সমরূপ অর্থ (যেমন ‘উচ্চারণ করা’) বহন করে। একসময় বাংলা বাইবেলে ‘ভাববাদী’ শব্দটা ব্যবহৃত ছিল, কিন্তু প্রায় ৫০ বছর অবধী নানা অনুবাদে ‘নবী’ হিব্রু মূল শব্দটা প্রচলিত হচ্ছে যেহেতু বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দটা অধিক বোধগম্য। তবু ‘নবী’ নাম ক্ষেত্রে একথা স্মরণযোগ্য যে, পুরাতন নিয়মের প্রাচীনকালে ‘নবী’ নামের চেয়ে ‘দৈবদ্রষ্টা’ নামটা বেশি প্রচলিত ছিল; এবিষয়ে সামুয়েল ১ম পুস্তক (৯:৯) বলে, “পুরাকালে ইস্রায়েলে যখন লোকে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করতে যেত, তখন বলত: ‘চল, আমরা দৈবদ্রষ্টার কাছে যাই,’ কেননা আজকালে যাঁকে নবী বলা হয়, পুরাকালে তাঁকে দৈবদ্রষ্টা বলা হত”। তাছাড়া পুরাকালে ‘স্বপ্নদর্শক’ নামটাও প্রচলিত ছিল (দ্বিঃবিঃ ১৩:২, ইত্যাদি দ্রঃ)। যাই হোক, পুরাতন নিয়মে যে প্রথম ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা নবী বলে স্বীকৃত তিনি হলেন আব্রাহাম, “কেননা সে নবী” (আদি ২০:৭); পুরুষ ছাড়া নারীরাও নবী ছিলেন যেমন আরোনের বোন মরিয়ম নবী বলে উপস্থাপিত (যাত্রা ১৫:২০ দ্রঃ)। পুরাতন নিয়মে ১৬জন নারী সহ সর্বমোট ১৩৩ ব্যক্তি বিশিষ্ট নবী বলে আখ্যায়িত, এবং এঁনাদের সংখ্যায় অজানা নামক সেই ৭০জন (গণনা ১১:২৫) ও সেই ১০০জনও গণিত হবার যোগ্য যাঁদের অবাদিয়া উদ্ধার করেছিলেন (১ রাজা ১৮:৪)। তাছাড়া সেই নানা ‘নবী-সঙ্ঘ’-ও উল্লেখযোগ্য যাঁরা ১ম রাজাবলি পুস্তকে উল্লিখিত (২০:৩৫ ইত্যাদি দ্রঃ)। নবীরা যে নবী বলে ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন, এ ধারণা সঠিক নয়; বাস্তবিকই আব্রাহাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী দেননি। আর যে নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন, তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার চেয়ে প্রধাণত জনগণকে ও তাদের নেতাদের ঈশ্বরের সঙ্গে স্থাপিত সন্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণ সংস্কার করতেন ও ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্মীয় ও নৈতিক সত্য ঘোষণা করতেন। যে প্রকৃত নবীরা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা আবেগে প্রভুর বাণী ঘোষণা করতেন, তাঁদের কথা ছাড়া পুরাতন নিয়ম সেই নবীদেরও কথা বলে যারা ঈশ্বরের নামে কথা বলার ভান করে প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাদের খুশি করার লক্ষ্যে নিজেদের বানানো কথা

ঘোষণা করত; এদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, আমি তাদের প্রেরণ করিনি (যেরেমিয়া ১৪:২৫ ও অন্যত্র দ্রঃ)।

প্রভু যিশুর আগমনের অনেক আগে যখন পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষা থেকে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, তখন 'נָבִיא' (নবী) শব্দটার বদলে 'προφήτης' (প্রফেতেস) শব্দটা ব্যবহৃত হয় যা আক্ষরিক অর্থে এমন এক ব্যক্তিকে নির্দশ করে যিনি ঈশ্বরের মুখপাত্র। এবং যেহেতু নূতন নিয়মও গ্রীক ভাষায় লেখা সেজন্য নূতন নিয়মেও 'προφήτης' (প্রফেতেস) শব্দটা ব্যবহৃত। কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়ে শব্দটা ভিন্ন হলেও ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ নবীর ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি।

এবার এ প্রশ্ন দাঁড়ায়, নূতন নিয়ম কালে ও আজকালেও কি নবীরা আছেন? হ্যাঁ, প্রভু যিশু, নূতন নিয়ম ও মণ্ডলীর আদিকালীন লেখকদের কথামত এখনও নবীরা রয়েছেন (প্রেরিত ১১:২৭; ১৩:১; ১৫:৩২; ২১:৯-১০; রোমীয় ১২:৬; ১ করি ১২:২৯; ১৪:৩৭; এফে ৪:১১, ইত্যাদি); এমনকি তাঁদের পাশাপাশি হয়ে নকল নবীরাও রয়েছে (মথি ২৪:১১; ১ যোহন ৪:১)। উপরন্তু, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এশিক্ষা দেয় যে, বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে মানুষ মণ্ডলীভুক্ত হয়ে প্রভু যিশুর তিনটা অধিকারের অংশী হয়; তাই প্রভু যিশু যেমন রাজা, নবী ও যাজক, তেমনি বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত সকল মানুষও হয়ে ওঠে রাজা, নবী ও যাজক।

তবে নবী হিসাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ভূমিকা কী? পুরাতন নিয়ম ক্ষেত্রে যা কিছু বলা হয়েছে, সেই ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যেতে পারে যে, যারা প্রভু যিশুর বাণীর আলোতে দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর অর্থ বুঝতে পেরে জনগণকে উদ্দীপিত করে, তারা নবী। অবশ্যই, ভবিষ্যদ্বাণী বা অন্য আত্মিক দানের অধিকারী কেউ না কেউ থাকলে, তেমন নবীয় ভূমিকা অনুশীল করা ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার নেই, শুধু যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা মনোনীত ও মণ্ডলী দ্বারা নবী বলে স্বীকৃত তারাই নবী।

পাস্কা

হিব্রু 'פֶּסַח' (পেসাহ্) শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমার্থক শব্দ।

পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে সেই মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত যখন একটা মেষশাবক জবাই করে সেটার রক্ত নিজেদের ঘরের দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে লেপে দিত (যাত্রা ১২:৭); সেজন্য কালক্রমে মেষশাবকটা নিজেও 'পাস্কা-বলি' এমনকি 'পাস্কা' বলে অভিহিত হয়। যাই হোক, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, 'সেই রক্ত দেখলে প্রভু সেই দরজা ছেড়ে এগিয়ে যাবেন; সংহারককে তিনি তোমাদের ঘরে ঢুকে আঘাত হানতে দেবেন না' (যাত্রা ১২:২৩)।

পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হয় যার নাম 'খামিরবিহীন রুটি'র পর্ব (হিব্রু ভাষায় 'חג המצות'; হাগ্ হা-মাজোথ্); সেই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত (এবিষয়ে, নূতন নিয়মে, ১ করি ৫:৭-৮ দ্রঃ)।

মোটামুটি খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে যখন ইস্রায়েল দেশে হিব্রু ভাষা আরামীয় ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসাবে স্থান দেয়, তখন হিব্রু 'פֶּסַח' (পেসাহ্) শব্দের বদলে আরামীয় 'פַּסְחָא' (পাস্খা) শব্দ প্রচলিত হয় যা গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন নিয়মে 'πάσχα' বলে উল্লিখিত (ও বাংলা ভাষায় 'পাস্কা' বলে অনূদিত)।

প্রভু যিশু পাস্কা-ভোজে (শেষ ভোজে) নিজের নবসন্ধি আপন রক্তে স্থাপন করেন (মথি ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; লুক ২২:২০; ১ করি ১১:২৫ ইত্যাদি পদ), সেই যে রক্তে তাঁর ক্রুশ পরদিন প্লাবিত হয়। কিন্তু মৃত্যুবরণ করে তিনি পুনরুত্থিত হন, জীবিত অবস্থায় শিষ্যদের দেখা দেন ও স্বর্গে আরোহণ করেন (মথি ২৬-২৮ অধ্যায়; মার্ক ১৪-১৬ অধ্যায়; লুক ২২-২৪ অধ্যায়; যোহন ১৮-২১ অধ্যায়, ইত্যাদি)। এজন্য খ্রিষ্টমণ্ডলী পাস্কা রবিবারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করে; ফলত পাস্কাপর্ব খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বলে পালিত, কেননা পাস্কা অর্থাৎ প্রভু যিশুর পুনরুত্থান না থাকলে খ্রিষ্টধর্মও মূল্যহীন। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত পল বলেন, 'খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার' (১ করি ১৫:১৭), এই কারণেও যে, তিনি যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমরাও পুনরুত্থান করব না (প্রেরিতদূত পলের অন্যান্য পদ দ্রঃ)।

ফরিশী

হিব্রু 'פְּרוּשׁ' (পেরুশ) শব্দ যা থেকে আরামীয় 'פְּרִישָׁא' (পেরিশা) শব্দ আগত ও যা থেকে গ্রীক 'Φαρισαῖος' (ফারিসাইওস) শব্দ আগত, এর অর্থই পৃথক, স্বতন্ত্র, নিখুঁত। ফরিশীরা জনসাধারণ থেকে পৃথক হয়ে থাকত এবং বিধিবিধানের বাহ্য নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে নিজেদের নিখুঁত মনে করত। আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ৫১৬ সালে যখন ইস্রায়েল দেশ নিজের স্বাধিনতা হারায় ও অন্যান্য রাজ্য দেশকে শাসন করে ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করে, তখন বিশ্বস্ত ইহুদীদের মধ্যে নানা দল বিদ্রোহ করতে শুরু করে (১ম ও ২য় মাকাবীয় পুস্তকদ্বয় দ্রঃ)। সেসময় থেকেই ইহুদী নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যাঁরা বাইবেল ভিত্তিক সামাজিক আচরণ প্রচলন করতে অভিপ্রায় করে; সেগুলোর মধ্যে ফরিশী সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁরা যে একপ্রকারে ইহুদীধর্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখলেন এ তাঁদের অনস্বীকার্য গৌরব। ধর্মগত দিক দিয়ে তাঁরা মানুষের পুনরুত্থান বিশ্বাস করতেন। সুসমাচার থেকে আমরা দেখতে পাই তাঁরা মাঝে মাঝে যিশুর প্রতি বিরোধীতা করতেন ও প্রভু তাঁদের ভর্ৎসনা করতেন, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে তাঁরা সবাই ভন্ড ছিলেন; বাস্তবিকই খোদ সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণীই স্বীকার করে, নিকোদেম, আরিমাথেয়ার যোসেফ, গামালিয়েল এমনকি সাধু পল নিজেই ফরিশী সম্প্রমায়ের সদস্য ছিলেন। অবশেষে একথাও স্বীকার্য যে, ইহুদীধর্ম যদি পরবর্তীকালে বেঁচে থাকে, তা ঘটল ফরিশীদের ধর্মাগ্রহের ফলে। আজকাল ইহুদীধর্মে যাঁরা রাব্বি বলে অভিহিত, তাঁরা একপ্রকারে হলেন ফরিশী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী।

ফরিশীদের পাশাপাশি "সাদ্দুকী" (צְדוּקִּים, সাদ্দুকিম) কথাও উল্লেখযোগ্য যেহেতু তাঁদেরও উদ্ভব ফরিশীদের একই সময় হয়। সলোমন রাজার সময়ে প্রথম মহাযাজক যে সাদোক, তাঁরা তাঁরই উত্তরসূরী বলে নিজেদের গণ্য করতেন; সুতরাং পরম্পরাগত প্রধান যাজকত্বের অধিকারী হওয়ায় তাঁরা ছিলেন অভিজাত সমাজের প্রতিনিধী ও মন্দিরের ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। ধর্মগত দিক দিয়ে তাঁরা মানুষের পুনরুত্থান বিশ্বাস করতেন না।

মসীহ

হিব্রু শব্দ מָשִׁיחַ (মাশিয়াহ্) এর অর্থ তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজ-মর্যাদায় ভূষিত ব্যক্তি। ইহুদীদের প্রত্যাশায়, কালের পূর্ণতায় ইস্রায়েল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে দাউদ বংশজাত মসীহ আসবেন। যখন হিব্রু পুরাতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তখন מָשִׁיחַ (মাশিয়াহ্) শব্দটা Χριστός (খ্রিস্তোস) শব্দে অনূদিত হয় যার অর্থ হিব্রু শব্দের সমান অর্থাৎ 'তৈলাভিষিক্ত'। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে (২ সামু ৭:১২-১৬; সাম ২; ইসা ৬–৯) আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রভু যিশুকে ঈশ্বরের তৈলাভিষিক্তজন বলে স্বীকার করল (মার্ক ৮:২৯; ১২:৩৫; ১৪:৬১; ১৫:৩২; প্রেরিত ২:৩৬)। আর যেহেতু রাজাদের ছাড়া যাজক ও নবীদেরও তৈলাভিষিক্ত করা হত, সেজন্য মণ্ডলী প্রভু যিশুকে 'খ্রিষ্ট' অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে ঘোষণা করে তাঁকে রাজা, যাজক ও নবী বলে স্বীকার করে। অতএব 'খ্রিষ্ট' নামটা যিশুর পদবী নয়, বরং আমরা যখন 'যিশুখ্রিষ্ট' বা 'খ্রিষ্ট যিশু' বলি, তখন প্রভু যিশুকে 'তৈলাভিষিক্ত' অর্থাৎ রাজা, যাজক ও নবী বলে স্বীকার করি।

মারানাথা

'מרנאתא' (মারানাথা) একটা আরামীয় বাক্য-বিশেষ।

১। যখন উক্তিটা 'מרנא תא' (মারানা থা) বলে ব্যবহৃত, তখন তার অর্থ হলো 'এসো, আমাদের প্রভু,', আর উক্তিটা এভাবে প্রেরিতদূত পল দ্বারা বিদায়-সম্ভাষণ হিসাবে গ্রীক অক্ষরে (μαρανα θα) ব্যবহৃত (১ করি ১৬:২২)।

২। কিন্তু যখন উক্তিটা 'מרן אתא' (মারান্ আথা) বলে ব্যবহৃত, তখন অর্থটা দাঁড়ায় 'আমাদের প্রভু আসছেন' (বা, 'আমাদের প্রভু এসে গেছেন'); যেইভাবে আদিমণ্ডলীর এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে (প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠানে) উচ্চারিত ছিল (দিদাখে ১০:৬)।

আর যখন ঐশপ্রকাশ পুস্তক বলে 'এসো, প্রভু যিশু' (২২:২০), তখন সম্ভবত 'মারানাথা' জয়ধ্বনিটা ধ্বনিত করছে। যাই হোক, 'এসো, আমাদের প্রভু' ও 'আমাদের

প্রভু আসছেন' (বা, 'আমাদের প্রভু এসে গেছেন'), উক্তিত্রয় সবসময় দেখায় আদিমণ্ডলী কেমন গভীর আগ্রহের সঙ্গে যিশুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ছিল।

যিশু

গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন নিয়মে যিশু-নামটা হলো 'Ἰησοῦς' (ইএসুস); কিন্তু যিশুর জীবনকালে আরামীয় কথ্য ভাষায় নামটা ছিল 'יֵשׁוּעַ' (ইএশুয়া) যা হিব্রু ভাষার 'יְהוֹשֻׁעַ' (ইএহোশুয়া) নামটার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ; বাস্তবিকই 'יֵשׁוּעַ' (ইএশুয়া) ও 'יְהוֹשֻׁעַ' (ইএহোশুয়া) নাম দু'টো একই অর্থ বহন করে তথা 'প্রভু ত্রাণ করেন' (বা 'প্রভুই পরিত্রাণ')।

পুরাতন নিয়মে নামটা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, যেমন নূনের সন্তান সেই যোশুয়া যিনি যাত্রাপুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ ও যোশুয়া পুস্তকগুলোতে বিশেষভাবে উল্লিখিত; যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া-ও নবী হগয় ও জাখারিয়া পুস্তকদ্বয়ে উল্লিখিত; অবশেষে গ্রীক ভাষায় লেখা বেন-সিরা পুস্তকের রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য (বেন-সিরা ৫; ৫০:২৭); পুস্তক শেষে নিজের বিষয়ে তিনি লেখেন, "ইতি: সিরার ছেলে যিশুর প্রজ্ঞা" (৫১:৩০); প্রকৃতপক্ষে 'বেন-সিরা' হিব্রু শব্দের অর্থই 'সিরার ছেলে'।

রাব্বি

'רַבִּי' (রেব্বি) শব্দটা ফরিশীদের হিব্রু লেখায় (উপরে, 'ফরিশী' দ্রঃ) প্রচলিত হতে শুরু করে। শব্দটা 'רב' (রাব্) হিব্রু শব্দ থেকে আগত যার অর্থ ধর্মীয় শিক্ষক বা গুরু। প্রভু যিশুর সময়ে কথ্য ভাষা ছিল আরামীয় ভাষা, আর সেই ভাষায় 'רב' (রাব্) শব্দটা 'শ্রদ্ধেয়' বা সমার্থক শব্দ বুঝাত এবং 'רבוני' (রাব্বুনি) শব্দটাই ধর্মীয় শিক্ষক, গুরু বা গুরুজী বুঝাত। গ্রীক ভাষায় লেখায় নূতন নিয়মে 'ῥαββί' (রাব্বি) সম্বোধনটা তিন বার সাধারণ ভাবে (মথি ২৩:৭, ৮; যোহন ৩:২৬) ও ১২ বার যিশুকে উদ্দেশ ক'রে উল্লিখিত (মথি ২৬:২৫, ৪৯; মার্ক ৯:৫; ১১:২১; ১৪:৪৫; যোহন ১:৩৮, ৪৯; ৩:২;

৪:৩১; ৬:২৫; ৯:২; ১১:৮)। তাছাড়া প্রভু যিশু দু'বার 'ραββουνι' (রাব্বুনি অর্থাৎ গুরুজী) বলেও অভিহিত (মার্ক ১০:১৫; যোহন ২০:১৬)। আজকালেও 'রাব্বি' শব্দটা ইহুদী আন্তর্জাতিক সমাজে প্রচলিত; যাঁরা হিব্রু পুরাতন নিয়মে ও ইহুদী অন্যান্য ধর্মীয় লেখায় বিশেষজ্ঞ তাঁদের সেই উপাধী দ্বারা, নানা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে (যেমন রাবাই ইত্যাদি উচ্চারণে), সম্বোধন করা হয়।

শয়তান

'שָׂטָן' (সাতান) হিব্রু শব্দটার সাধারণ অর্থই 'বিপক্ষ' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'; তাকেও 'শয়তান' বলে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যে মানুষকে পরীক্ষা করে। পুরাতন নিয়মে প্রথমবারের মত বংশাবলির ১ম পুস্তকে (২১:১) শব্দটা ব্যক্তি-বিশেষের একটা নাম বলে উপস্থাপিত। গ্রীক ভাষায় লেখা নূতন নিয়মে শয়তানকে 'Διάβολος' (দিয়াবোলোস্, বাংলায় 'দিয়াবল') নামেও ডাকা হয় (দিয়াবল শব্দার্থই অভিযোগকারী); শয়তান-দিয়াবল অসতের দিকে উসকানি দেয় ও এমন দাবি রাখে, সে নিজেই জগতের অধিপতি (১ রাজা ৫:১৮; যোব ১:৬; যোব ২:১; জাখা ৩:১-২; মথি ৪:১; মথি ১৩:১৯; মথি ২৫:৪১; যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮-১০)।

সাব্বাৎ

'שַׁבָּת' (সাব্বাথ্ বা সাব্বাৎ) হিব্রু শব্দটার অর্থ হলো বিশ্রাম, আর সেই অনুসারে পুরাতন নিয়মে সাব্বাৎ-দিন (শনিবার) প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত সাপ্তাহিক বিশ্রামবার বলে গণ্য; তেমন দিনে মানুষ অন্য যে কোন কর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত; সাব্বাৎ দিনের এই পবিত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে পারে (আদি ২:২; যাত্রা ২৩:১২; নেহে ১৩:১৫)।

নূতন নিয়মে আমরা পড়ি, যিশু সাব্বাৎ দিনে নিয়মিতই মন্দিরে বা সমাজগৃহে গিয়ে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতেন (মার্ক ১:২১, ইত্যাদি স্থান দ্রঃ)।

অন্যদিকে, যেহেতু সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে প্রভু যিশু ‘সপ্তাহের প্রথম দিনে’ (মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:২, ৯; লুক ২৪:১; যোহন ২০:১) পুনরুত্থান করেছিলেন ও সেই একই দিনে তথা রবিবার দিনে, সন্ধ্যাবেলায়, ও পরবর্তী রবিবারে আপনজনদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন (যোহন ২০:১৯), সেজন্য তাঁর শিষ্যেরা তাঁর পুনরুত্থানের স্মারক দিনে তথা রবিবারেই একত্রে সম্মিলিত হয়ে ‘রুটি-ছেঁড়া’ (এউখারিস্তিয়া) অনুষ্ঠান পালন করত (শিষ্য ২০:৭; ১ করি ১৬:২) ও এখনও করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐশপ্রকাশ পুস্তক ‘ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ’ (এন তে কিরিয়াকে হেমেরা অর্থাৎ প্রভুর দিন) এর কথা বলে (প্রকাশ ১:১০), ও অল্প কয়েক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২য় শতাব্দীতে ‘সপ্তাহের প্রথম দিন’ এর বদলে ‘প্রভুর দিন’ (Κυριακή ἡμέρα - কিরিয়াকে হেমেরা) শব্দটা প্রচলিত হয় (সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুসের লেখা দ্রঃ) যে পর্যন্ত রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস ৩রা নভেম্বর ৩৮৩ সালে রবিবারের লাতিন নাম ‘dies dominica’ (দিএস্ দমিনিকা) অর্থাৎ ‘প্রভুর দিন’ বলে স্থির করেন।

যাই হোক, সেসময় থেকে অধিকাংশ খ্রিষ্টিয়ান দেশ শনিবারের বদলে ‘שַׁבָּת’ তথা ‘সাব্বাৎ’ ও রবিবারের বদলে ‘Κυριακή ημέρα - dies dominica’ তথা ‘প্রভুর দিন’ নিজ নিজ ভাষায় ভাষান্তরিত করে ব্যবহার করে চলে। এমন দিন যা পুরাতন নিয়মের ‘সাব্বাৎ’ এর মত কর্ম-বিরতি পালনে ও ধর্মানুষ্ঠানে (এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে) যোগদানে চিহ্নিত।

হোশান্না

নূতন নিয়মে গ্রীক অক্ষরে উল্লিখিত ‘ὡσαννὰ’ (হোশান্না) শব্দটা প্রকৃতপক্ষে হিব্রু ‘הוֹשִׁיעָה נָּא’ (হোশিআ-না) ও আরামীয় ভাষার সংক্ষিপ্ত ‘הושע נא’ (হোশআ-না) শব্দ থেকে আগত যার মূল অর্থই ‘দান কর গো পরিত্রাণ’ বা ‘কর গো জয়দান’ (সাম ১১৮:২৫ দ্রঃ)। কালক্রমে শব্দটা রাজাকে উদ্দেশ করেই জয়ধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আর সেইভাবেই উক্তিটা সুসমাচারে যেরুশালেমে রাজারূপে প্রভু যিশুর প্রবেশের সময়ে উল্লিখিত (মথি ২১:৯, ১৫; মার্ক ১১:৯, ১০; যোহন ১২:১৩) যেভাবে ২ রাজা ৬:২৬-২৭-তেও উল্লিখিত।